উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং: উবি-০৬/২০০৭-১৬৭৮৯

তারিখঃ ৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ / ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

'মহান বিজয় দিবস - ২০২১ ও শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২১' পালন উপলক্ষ্যে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার স্থান ও সময়সূচি:

(ক) রচনা প্রতিযোগিতা (রচনা জমা দেওয়ার সময় সকাল ১০:০০ -১১:০০ মি.):

তারিখ ও বার	গ্রুপ	রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ও শব্দসীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কক্ষ নম্বর
০৯/১২/২০২১ (বৃহস্পতিবার)	'ক' (৩য় শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি)	আমার বিজয় দিবস (শব্দসীমা ৫০০)	জনাব স্মিতা দাস তুলি কক্ষ নং ২০৫
	'খ' (৬ষ্ঠ শ্রেণি - ৮ম শ্রেণি)	'৭১ এর বিজয়ের চেতনা (শব্দসীমা ১০০০)	জনাব ইসমত আরা খানম কক্ষ নং ২০৬
	'গ' (৯ম, ১০ম ও ১২শশ্রেণি)	বর্তমান প্রজন্মের দৃষ্টিতে বিজয়ের চেতনা (শব্দসীমা ১২০০)	জনাব মো: আলাউদ্দিন মন্ডল কক্ষ নং ২০৮

(খ) আবৃত্তি প্রতিযোগিতা:

তারিখ ও বার	গ্রুপ ও সময়	আবৃত্তি প্রতিযোগিতার কবিতা ও কবির নাম	কক্ষ নম্বর
০৯/১২/২০২১ (বৃহস্পতিবার)	'ক' (শিশুশ্রেণি - ২য় শ্রেণি) শিশুশ্রেণি: সকাল ১১:০০ - দুপুর ১২:০০ মি. ১ম শ্রেণি: সকাল ১০:০০ - ১১:০০ মি. ২য় শ্রেণি: সকাল ৯:০০ - ১০:০০ মি.	একাত্তুরের গাথা কবি: শিকদার সা'দ মুহাম্মদ	কক্ষ নং ২০৭
	'খ' (৩য় শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি) ৩য় শ্রেণি: সকাল ১১:০০ - দুপুর ১২:০০ মি. ৪র্থ শ্রেণি: সকাল ১০:০০ - ১১:০০ মি. ৫ম শ্রেণি: সকাল ৯:০০ - ১০:০০ মি.	বিজয় সুখ কবি: আশরাফুল মান্নান	কক্ষ নং ২০৫ ও ২০৬
	'গ' (৬ষ্ঠ শ্রেণি - ৮ম শ্রেণি) ৬ষ্ঠ শ্রেণি: সকাল ১১:০০ - দুপুর ১২:০০ মি. ৭ম শ্রেণি: সকাল ১০:০০ - ১১:০০ মি. ৮ম শ্রেণি: সকাল ৯:০০ - ১০:০০ মি.	স্বাধীনতা তুমি কবি: শামসুর রহমান	কক্ষ নং ২০৮
	'ঘ' (৯ম, ১০ম ও ১২শ শ্রেণি) ৯ম শ্রেণি: সকাল ১১:০০ - দুপুর ১২:০০ মি. ১০ম শ্রেণি: সকাল ১০:০০ - ১১:০০ মি. ১২শ শ্রেণি: সকাল ৯:০০ - ১০:০০ মি.	তোমার আপন পতাকা কবি: হাসান হাফিজুর রহমান	কক্ষ নং ২০৯

স্বাক্ষরিত/
জহুরা বেগম
অধ্যক্ষ

স্মারক নং: উবি-০৬/২০০৭-১৬৭৮৯

তারিখঃ ৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ / ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো:-

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ
২. সমন্বযকারীবৃন্দ
৩. অফিস কপি (প্রশাসন)
৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

একাত্তরের গাথা

'ক' গ্রুপ
শিশু — ২য় শ্রেণি

— সিকদার সা'দ মুহাম্মদ

একাত্তরে দিলেন তিনি
স্বাধীনতার ডাক
'যার যা আছে তাই নিয়ে সব
যুদ্ধে ছুটে যাক'।

নেতার ডাকে বীর বাঙালি
রয় না ঘরে আর
লড়াই চলে ন'মাস ধরে
কাঁপলো চারিধার।

লড়াই শেষে আসলো বিজয়
মুক্ত হলো দেশ;
পাকিস্তানি দস্যুগুলোর
দর্প তখন শেষ।

'খ' গ্রুপ (৩য়-৫ম)

বিজয়সুখ

- আশরাফুল মান্নান

মার্চে হলো যুদ্ধ শুরু ডিসেম্বরে শেষ
রক্ত দিয়ে আমরা পেলাম একটি স্বাধীন দেশ।
নয়টি মাসের প্রান্তে এলো শিকল ভাঙার সুখ
মুক্তি পেয়ে উঠলো হেসে লক্ষ মলিন মুখ।
কণ্ঠে সবার বিজয়ধ্বনি নামলো খুশির ঢল
পুত্রহারা মায়ের চোখে আর থাকে নি জল।
জয়ের সুখে দুঃখ-ব্যথা ভুললো তারা সব
বনের পাখি তাদের সাথে করলো কলরব।
বন্দি মনের কান্না হলো মুক্ত গানের সুর
ইতিহাসের পাতায় হাসে দীপ্ত একাত্তুর।

Mœc: ÔMÕ (6ô - 8g)

¯^vaxbZv Zzwg

kvgmyi ingvb

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের
ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার
জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক
রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

Mœc-ÔNÕ (9g, 10g I 12k †kwY)

‡Zvgvi Avcb cZvKv

nvmvb nwdRyj ingvb

এবার মোছাব মুখ তোমার আপন পতাকায় ।
হাজার বছরের বেদনা থেকে জন্ম নিল
রক্তিম সূর্যের অধিকারী যে শ্যামকান্ত ফুল
নিঃশঙ্ক হাওয়ায় আজ ওড়ে, দুঃখভোলানিয়া গান গায় ।
মোছাব তোমার মুখ আজ সেই গাঢ় পতাকায় ।
ক্রূর পদাতিক যতো যুগে যুগে
উদ্ধত পায়ের দাগ রেখে গেছে কোমল পলির ত্বকে,
বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে
খুরে খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনীয়া মাটি,
লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কতো
অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,
বিদীর্ণ বুক নীল বর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাংলাভূমি
নত হয়ে গেছে মুখ ক্ষোভে ও লজ্জায় ।
এবার মোছাব সেই মুখ শোকাক্রান্ত, তোমার আপন পতাকায় ।
কে আসে সঙ্গে দেখ দেখ চেয়ে আজ :
কারখানার রাজা, লাঙ্গলের নাবিক,
উত্তাল ঢেউয়ের শাসক উদ্যত বৈঠা হাতে মাল্লা দল,
এবং কামার কুমোর তাঁতি । এরাতো সবাই সেই
মেহনতের প্রভু, আনুগত্যে
শানিত রক্তে ঢল হয়ে যায় বয়ে তোমার শিরাময় সারা পথে পথে ।
দুহাতে সরায় দ্রুত শহরের জটিল পঙ্কিল,
মধ্যবিত্ত অনড় আবিল । একে একে সকলকে নামায় মিছিলে ।
ডাকে আপামর ভাই বোন । একসাথে মিলে নিশ্ছিদ্র
বিশাল শিলাদৃঢ় পাহাড় বানায় ।
সেই কোটি হাত এক হাত হয়ে
মোছাবে তোমার মুখ তোমার আপন পতাকায় ।